দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...05 JUL 1986...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

যশোর সিটি কলেজ ঃ সমস্যা যার ললাট লিখন

ছাত্র সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের মধ্যে যশোর সিটি কলেজ সর্ববৃহৎ। এই গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। যশোর সিটি কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা সাড়ে চার হাজারের মত। এর মধ্যে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যাই প্রায় দেড় হাজার। এই কলেজে উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীতে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগ চালু রয়েছে। স্নাতক শ্রেণীতে রয়েছে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ। শুধুমাত্র স্নাতক সম্মান কোর্সে চালু আছে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ। এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৫ জন। অতি সম্প্রতি এই কলেজে বাংলা সম্মান কোর্স চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষক অত্যন্ত অপ্রতুল, মাত্র ৬০ জন। সমাজকল্যাণ বিভাগে রয়েছেন মাত্র একজন প্রভাষক। তাকে একাধারে উচ্চ-মাধ্যমিক, স্নাতক ও সম্মান কোর্সের বিভিন্ন ক্লাস নিতে হয়। এতে করে তাঁর উপর যেমন চাপ পড়ে—ছাত্র-ছাত্রীরাও তেমনি বঞ্চিত হয় তাঁর একাগ্র অধ্যপনা থেকে। সমাজকল্যাণের মত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও বিরাজ করছে প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতি।

ছাত্র-ছাতরী তুলনায় শ্রেণীকক্ষ সংখ্যায় খুবই নগণ্য, মাত্র ১৪টি। কক্ষগুলিও আকারে ছোট। সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বারান্দায় বেঞ্চ পেতে বসে কিংবা জানালার ধারে বসেও ক্লাস করতে দেখা যায়। মেয়েদের জন্য যাও বা একটা ভাঙ্গাচোরা কমন রুম আছে, ছাত্রদের তাও নেই। ক্লাসের অবসরে ছাত্ররা তাই একটু ঠাঁই খুঁজে পেতে দিশেহারা হয়ে যায়। কাউকে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী "মনিহার" সিনেমা হলের আশে-পাশে রেস্তোরাঁয় বসে সময় কাটাতে। কিন্তু ছাত্রদের জন্য ওই পরিবেশ মোটেও সুস্থ্য এবং বাঞ্ছিত নয়। 'গ্রন্থাগার' একটি আছে বটে তবে তাকে নামসর্বস্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার শতকরা ২০ ভাগ বইপত্র-জার্নালও এখানে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই কলেজে যেসব ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে তাঁরা তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছল পরিবার থেকে আগত। সব বইপত্র কিনে পড়ার বা নিজস্ব লাইব্রেরী গড়ে তোলার সামর্থ কজন ছাত্র-ছাত্রীরই বা আছে? ফলে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই নির্ভর করতে হয় কলেজের 'গ্রন্থাগারের' উপর। কিন্তু বইপত্রের সংখ্যাল্পতা তাদেরকে নিয়ত হতাশ করে।

ছাত্রাবাস কলেজের অন্তহীন সমস্যার আরেকটি সংযোজন। সম্প্রতি একটি টিন-শেড ছাত্রাবাস খাড়া করা হয়েছে বটে তবে এখানে সর্বসাকুল্যে ৬০ জন ছাত্রের আবাসিক সংকুলান হতে পারে। বাকি সকলেই দূরবর্তী গ্রাম থেকে আসে নতুবা শহরে লজিং থাকে। কিন্তু ইদানীং শহরাঞ্চলে প্রাইভেট টিউশনীর অবকাশ যাওবা আছে, লজিং প্রথা যেন উঠেই যাচ্ছে। এর কারণ যতটা না হয় অর্থনৈতিক, তার চেয়েও বেশি হলো ছাত্রদের প্রতি অভিভাবকদের ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস এবং অস্থাহীনতা। শহরে হয়ত এরকম ঘটনা দু'একটা ঘটে থাকতে পারে যেখানে দেখা যায় গৃহশিক্ষকের হাত ধরে ছাত্রী চম্পট ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে সেই যে কথায় আছে চোর মরে দশ ঘর নিয়ে। এখানেও তাই হয়েছে। দু'একটি দৃষ্টান্ত সমগ্র ছাত্র সমাজের উপর অভিভাবক সমাজের বিতৃষ্ণা এবং অবিশ্বাসকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে লজিং থাকার সুযোগ না পেয়ে শিক্ষা-জীবনে ইতিটানতে বাধ্য হয়েছে এমনও অনেক ছাত্র আছে।

কলেজ প্রাঙ্গণ জুড়ে (কলেজেরই জমি ইজারা নিয়ে) আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রেক্ষাগৃহ 'মনিহার।' এর ফলে কলেজ সামান্য অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছে তা যেমন সত্য, তেমনি প্রেক্ষাগৃহটি একেবারে কলেজের গা-লাগোয়া হওয়ায় আর যে কতগুলি স্বাভাবিক সমস্যার উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তার তীব্রতাও কম নয়। শিক্ষা শুধু কেতাবে বন্দী থাকে না। পরিবেশও একটা বড় ব্যাপার। এখানে শিক্ষা পরিবেশের কোন বালাই বলতে নেই। একদিকে জম-জমাট সিনেমাহল, আর সেটি ছাড়ালেই খুলনা বাসস্ট্যান্ড। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হলো এই খুলনা বাসস্ট্যান্ড।

কলেজ পরিচালনা মমিটির প্রধান হলেন জেলা প্রশাসক। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কলেজের উন্নয়নকল্পে নানারকম উদ্যোগ নেন ঠিকই, কিন্তু তার উদ্যোগের ফসল মরুবক্ষে বারিকণার মতো শুঁষে নেয়। সমস্যা যেখানে অন্তহীন, বেসরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ-আয়োজনে সেখানে কতটাই বা কাজ হয়? সমস্যা তাই এখানে যেন স্থায়ী বাসা বেঁধেছে। অবিলম্বে এর প্রতিকার করা প্রয়োজন।

—আবু বকর সিদ্দিকী,
শংকরপুর, যশোর।